বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর ২.১ সূচক মোতাবেক অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোঃ হাসানুল ইসলাম এনডিসি
তারিখ : ২০/০৩/২০১৯ খ্রি.।
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা ।
সভার স্থান : বিআরডিবি'র সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিতি পরিশিষ্ট ' ক '-তে ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন । সভাপতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষন কাঠামোর প্রতিটি সূচক অনুসারে আলোচনা করেন । তিনি সরকারী কাজে স্বচ্ছতা আনয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন । তিনি বলেন যে, সরকারী কাজে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রচলিত ধ্যান-ধারনা পরিবর্তন করে জনসেবামুখী করার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে ।

সভাপতি জানান যে ,সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রয়োজন । দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অনুসরন করা দরকার । তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত সকল কর্মকর্তাকে জনকল্যাণে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান ।

সভাপতি বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ, সেবাবক্স, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ই-টেন্ডার, জিআরএস, পরিদর্শন, নথি শ্রেণী বিন্যাসকরণ, ই-গর্ভনেন্স, পুরস্কার প্রদান টার্গেট অনুযায়ী যথাসময়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন ।

বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ বাস্তবায়নের বিষয়ে জানতে চাইলে উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা) জানান যে, বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ণপূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে ।

বার্ষিক শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের সময়সীমা নির্ধারিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বন্টনের বিষয়টিও সেখানে উল্লেখ রয়েছে বিধায় নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে তার নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা জরুরী । অন্যথায়, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে । এতে এ সংস্থার সামগ্রিক পারফর্মেন্স অর্জন ব্যাহত হতে পারে । এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত সময় সীমার মধ্যে তার কার্যক্রম সম্পন্ন করার অনুরোধ জানান ।

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় :-

১) ৫.৫, ৫.৬, ৬.৩, ৭৩ পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রয়োজন।

২) বৎসরের প্রতি কোয়ার্টারে অন্তব: ১টি করে অংশীজনদের নিয়ে সভার আয়োজন করতে হবে ।

৩) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ই-টেন্ডার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম ১০০% এ উন্নীত করতে হবে ।

৪) প্রত্যেক শাখা প্রধানকে শাখা পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন পরিদর্শন শাখায় দাখিল করতে

৫) প্রতি কোয়ার্টার শেষে পরবর্তী মাসের ০২ (দুই) তারিখের মধ্যে ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ।

৬) যে সকল শাখা/জেলায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি তাদের পরবর্তী কোয়ার্টারে অর্জনের হার বাড়াতে হবে ।

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

২০/৩/১৯

মোঃ হাসানুল ইসলাম এনডিসি
পরিচালক (প্রশাসন)